104

ভোরের কাগজ

তারিখ ...03 MAY 1998...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : শিক্ষামন্ত্রী ও উপাচার্যের বৈঠক

৪টি হল খালি করে বৈধ ছাত্রদের তুলে দিতে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

ছাত্রদলের সমর্থন, ছাত্রলীগের আপত্তি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আজ রোববার ৪টি হল খালি করে সকল বৈধ ছাত্রকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত শুক্রবার সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ছাত্রদল গতকাল শনিবার থেকে তাদের ধর্মঘটের কর্মসূচি স্থগিত করেছে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ গত শুক্রবার সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও গতকাল শনিবার সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনে তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

গত শুক্রবার সকালে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আজ রোববার সূর্যসেন, জসীম উদ্‌দীন, বঙ্গবন্ধু ও জিয়া হল খালি করে দেওয়া হবে এবং হলের সকল বৈধ ছাত্রকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে হলে তুলে দেওয়া হবে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় উপাচার্যের বাসভবনে উপাচার্যসহ সিন্ডিকেটের সদস্যদের সঙ্গে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দের সাড়ে ৩ ঘন্টাব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রদল সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং অন্যান্য হল থেকে বের করে দেওয়া ছাত্রদল কর্মী এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা রাখার দাবি জানান। বৈঠকে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ছাত্রদলকে আশ্বাস দেন যে, ৪ হল বাদে অন্যান্য হলের বের করে দেওয়া ছাত্রদল কর্মীদের এই ৪টি হলে থাকার ব্যবস্থা করবে এবং ছাত্রদল সভাপতি শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানির মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে। এই বৈঠকেই ছাত্রদল গতকাল শনিবার থেকে তাদের ৬ দিনের ধর্মঘটের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করে। এই সমঝোতা হওয়ার ফলেই গতকাল শনিবার গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি পরীক্ষার কক্ষে কিছু কিছু আসন খালি ছিল। ● এরপর – পৃষ্ঠা ২

যাবেন কি একবার?

৪টি হল খালি করে বৈধ ছাত্রদের তুলে দিতে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সমঝোতা বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেয় এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার জন্য উপাচার্যকে পরামর্শ দেয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'উপাচার্য ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও টেলিফোনে আলোচনা করেন এবং নেতৃবৃন্দ সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সকল প্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।'

আবার গতকাল দুপুরেই ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানায়, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হল খালি করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় তারা। শুধুমাত্র বৈধ ছাত্রদের সকল হলে তুলে দেওয়া যেতে পারে। হল খালি করার কোনো দরকার নেই। কোনো হলে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ভোরের কাগজকে জানান, হলের সকল ছাত্রকে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে রাখার কোনো মানে নেই।

উপাচার্যের বাসভবন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থান করেন। শিক্ষামন্ত্রী ও উপাচার্য এ সময় কি বিষয়ে কথা বলেন এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে সূত্রসমূহের মতে, শিক্ষামন্ত্রী এ সময় সরকারের মনোভাব উপাচার্যকে জানান এবং উপাচার্যের করণীয় সম্পর্কে তিনি পরামর্শ দেন। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত উপাচার্য বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী বলে তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, পরিস্থিতি জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আরো বলেন, সকল হলে বৈধ ছাত্রদের তুলে দেওয়া ও দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছি। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল সন্ধ্যায় উপাচার্য তার বাসভবনে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। এ সময় উপাচার্য ছাত্রঐক্যের নেতাদের হল খালি না করে বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে ছাত্রদলকে রাজি করানোর অনুরোধ জানান। তবে ছাত্রঐক্যের নেতারা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বৈধ ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি ভাবছেন। এর বেশি আর কোনো কথা তিনি বলতে চাননি। অন্যদিকে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, ছাত্রদলের সমঝোতা প্রস্তাব তারা মেনে নিবে না। ছাত্রদল নেতা নাসিরউদ্দিন অসীম জানান, ছাত্রদল সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা হলে ছাত্রদল আবার কর্মসূচিতে ফিরে যাবে।